তারিখ ...02 APR. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হোসেনপুরে পুলিশ পরিচয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী অপহরণ

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে প্রতিপক্ষের লোকজন এনামুল হক নামে সদ্য শেষ হওয়া এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে হোসেনপুর থানা পুলিশ বলেছে তারা তেঁতুলিয়া গ্রামে কোনো অভিযান চালায়নি। এদিকে অপহৃত ছাত্রের বাবা এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করার কথা বললেও থানা বলছে, এ ধরনের কোনো অভিযোগ কেউ থানায় করেনি।

গত রোববার রাত ৩টার দিকে ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার সীমান্তঘেঁষা কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছে। এনামুল ওই গ্রামের মো. দুলাল মিয়ার ছেলে।

গতকাল বুধবার সরেজমিনে গেলে দুলাল মিয়া অভিযোগ করেন, প্রতিবেশী মো. তফাজ্জল মিয়ার সঙ্গে তার ৯০ শতক জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। সাত-আট মাস আগে তেঁতুলিয়া গ্রামের একতা সংঘ নামে একটি সংগঠন জোর করে ওই জমিটি দখল করে তফাজ্জলের হাতে তুলে দেয়। এ ঘটনায় তিনি একাধিক মামলা করেছেন। মামলাগুলো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এসব ঘটনায় গ্রামে তাঁর একটি প্রতিপক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। একতা সমিতির নেতা নান্দাইলের দেওয়ানগঞ্জ বাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী আবদুল কাদির তার প্রতিপক্ষকে মদদ দিচ্ছেন বলে দুলাল অভিযোগ করেন। তিনিই দলবল নিয়ে তার ছেলে এনামুলকে অপহরণ করেছেন।

দুলাল মিয়ার ভাতিজা মো. হুমায়ুন মিয়া (১৫) জানায়, গত রোববার এনামুলকে নিয়ে সে ঘরে ঘুমাচ্ছিল। রাত ৩টার দিকে আইনের লোক পরিচয় দিয়ে দরজা ধাক্কা দিলে সে খুলে দেয়। এ সময় চারজন লোক তাকে ধরে তাঁর মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে। আরও চারজন মিলে এনামুলের মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পাঁজাকোলা করে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাকে (হুমায়ুন) বাড়ির সামনে রেখে এনামুলকে নিয়ে চলে যায় অপহরণকারীরা। হুমায়ুন অভিযুক্ত সকলকে চেনে বলে জানায়।

দুলালের ভাতিজা সাবিকুল মিয়া (২৫) দাবি করেন, ঘটনার পরই তিনি হোসেনপুর থানায় ফোন করে জানতে পারেন পুলিশ তেঁতুলিয়া গ্রামে কোনো অভিযান চালায়নি। দুলাল মিয়া অভিযোগ করেন, একতা সমিতির নেতা আবদুল কাদির ও তার দলের লোকজন মিলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক পরিচয়ে এনামুলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় তিনি পরদিন হোসেনপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও পুলিশ ঘটনাটি আমলে নেয়নি। গতকাল বুধবার পর্যন্ত পুলিশ তার বাড়িতে আসেনি।

একতা সমিতির নেতা আবদুল কাদির বলেন, গ্রামের নিরীহ ব্যক্তি মো. তফাজ্জল হোসেনের জমি জোর করে দখল করে নিয়েছিল দুলাল মিয়া।

হোসেনপুর থানার ওসি মো. নান্নু মোল্লা বলেন, দুলাল মিয়া গণমাধ্যমের কাছে অপহরণের অভিযোগ করলেও গত তিনদিনেও সে থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি।